178639 - এক মুসলমিরে উপর অপর মুসলমিরে হক

প্রশ্ন

আমরা এক মুসলমিরে উপর অপর মুসলমিরে হক সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে হাদীসটি জানি। আমার প্রশ্ন হলো: আমরা যদি মুসলমি ভাইয়রে কোনো একটি হক আদায় না করি, তাহলে কি আমরা গুনাহগার হবো? আমাদরে কি এ জন্য কোনো পাপ হব?

আপনাদরে এই ভালো কাজরে জন্য আপনাদরে প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

এক মুসলমিরে উপর অন্য মুসলমিরে ছয়টি অধকিার: সালামরে জবাব দয়ো, অসুস্থকে দখেতে যাওয়া, লাশরে সাথে যাওয়া, নমিন্ত্রণ গ্রহণ করা, হাঁচরি জবাব দয়ো এবং কোন উপদশে চাইলে উপদশে দয়ো।
এক মুসলমিরে উপর অন্য মুসলমিরে অধকিারগুলোর মধ্যে কোনটি ওয়াজবি- আইন। আর কোনটি ওয়াজবি-কফিায়াহ। আর কোনটি মুস্তাহাব; ওয়াজবি নয়।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক মুসলমিরে উপর অন্য মুসলমিরে হক:

এক মুসলমিরে উপর অন্য মুসলমিরে অধকিার পাঁচটি: সালামরে জবাব দয়ো, অসুস্থকে দখেতে যাওয়া, লাশরে সাথে যাওয়া, নমিন্ত্রণ গ্রহণ করা, হাঁচরি জবাব দয়ো।

বুখারী (১২৪০) ও মুসলমি (২১৬২) বর্ণনা করনে: আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছে: “এক মুসলমিরে উপর অন্য মুসলমিরে হক পাঁচটি: ১) সালামরে জবাব দওেয়া, ২) অসুস্থকে দখেতে যাওয়া, ৩) লাশরে অনুসরণ করা, ৪) নমিন্ত্রণ গ্রহণ করা, ৫) হাঁচরি জবাব দওেয়া।”

সহীহ মুসলমি (২১৬২) বর্ণতি আছে: আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলনে: “এক মুসলমিরে উপর অপর মুসলমিরে হক ছয়টি।” জজ্ঞিাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল, সগেুলো কী কী? তনিি বললনে: “সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম দবি। সে তোমাকে নমিন্ত্রণ করলে তুমি সাড়া দবি। তোমার কাছে উপদশে চাইলে তাকে উপদশে দবি। সে হাঁচি দয়িে ‘আলহামদুলিল্লিাহ’ পড়লে তুমি ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলব। সে অসুস্থ হলে তুমি তাকে দখেতে যাব। সে মারা গলেে তুমি তার পছিে পছিে যাব।”

শাওকানী রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

‘এক মুসলমিরে উপর অন্য মুসলমিরে 'হক' দ্বারা উদ্দশ্যে হলো: যা ত্যাগ করা অনুচতি। যা পালন করা ওয়াজবি কংিবা এমন তাগদিপূর্ণ মুস্তাহাব যা ওয়াজবিরে সদৃশ, যা ত্যাগ করা উচতি নয়। এখানে এই শব্দটি দ্বতৈে অর্থে ব্যবহৃত হয়ছে। এটি এক শব্দ বভিন্নিার্থে ব্যবহৃত হওয়া শ্রণেীয়। কনেনা ‘হক’ শব্দটি ওয়াজবি (আবশ্যক) অর্থে ব্যবহৃত হয় যমেনটি বলছেনে ইবনুল আ’রাবী। এছাড়াও শব্দটি সাব্যস্ত, অনবিার্য ও সত্য অর্থওে ব্যবহৃত হয়। ইবনু বাত্তাল বলনে: এখানে 'হক' দ্বারা উদ্দশ্যে সম্মান ও সাহচর্য।’[সমাপ্ত][নাইলুল আওত্বার (৪/২১)]

ওয়াজবি ও মুস্তাহাবরে ববিচেনা থকেে এক মুসলমিরে উপর অন্য মুসলমিরে হকসমূহ:

এক মুসলমিরে উপর অন্য মুসলমিরে অধকিারগুলোর মধ্যে কোনটি ওয়াজবি-আইন। তথা প্রত্যকে ব্যক্তরি উপর সটেি পালন করা আবশ্যকীয়। যদি কউে পালন না করে তাহলে সে গুনাহগার হব। আর কোনটি ওয়াজবি-কফিায়াহ। তথা কছিু মানুষ পালন করলে অন্যরো আর গুনাহগার হবে না। আর কোনটি মুস্তাহাব; ওয়াজবি নয়। কোন মুসলমি সটেি পালন না করলে গুনাহগার হবে না।

১- যদি শুধু একজনকে সালাম দয়ো হয় তাহলে সালামরে জবাব দয়ো তার উপর ওয়াজবি। আর যদি একদল মানুষকে সালাম দওেয়া হয় তাহলে সালামরে জবাব দয়ো ফরয-কফিায়াহ। আর শুরুতে সালাম দওেয়ার মূলবধিান সুন্নত।

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহয়িাহ (১১/৩১৪) গ্রন্থে এসছে: ‘সালাম দওেয়া সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “তোমরা সালামরে প্রসার কর।” একজনকে সালাম দয়ো হলে সালামরে জবাব দয়ো তার উপর ওয়াজবি। আর একদল মানুষকে সালাম দওেয়া হলে তখন তাদরে সবার উপর এর জবাব দওেয়া ফরয-কফিায়াহ। অর্থাৎ যদি একজন জবাব দয়ে বাকদিরে উপর থকেে আবশ্যকতা মওকূফ হয়ে যাব। আর যদি সবাই জবাব দয়ে তাহলে সবাই ফরয আদায় করছে বলে গণ্য হব; চাই তারা এক সাথে জবাব দকি কংিবা একজনরে পর অন্যজন জবাব দকি। আর যদি সবাই বরিত থাকে তাহলে তারা সবাই গুনাহগার হব। কারণ হাদীসে আছ: এক মুসলমিরে উপর অন্য মুসলমিরে হক পাঁচটি: সালামরে জবাব দওেয়া ...।’[সমাপ্ত]

২- অসুস্থ ব্যক্তকিে দখেতে যাওয়া ফরযে-কফিায়াহ। শাইখ ইবনে উছাইমীন বলনে: ‘অসুস্থ ব্যক্তকিে দখেতে যাওয়া ফরযে-কফিায়াহ’।[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া-রাসাইল ইবনে উছাইমীন: (১৩/১০৮৫)]

৩- জানাযায় উপস্থতি হওয়াও ফরযে কফিায়াহ।

৪- আর নমিন্ত্রণে সাড়া দয়ো: যদি সটো বয়িরে ওলীমার দাওয়াত হয় তাহলে অধকিাংশ মাযহাব মতে কোন শরয়ি ওজর ছাড়া সাড়া দওেয়া ওয়াজবি। আর যদি ওলীমা ছাড়া অন্য কোন উপলক্ষ্য হয় তাহলে অধকিাংশ মাযহাব মতে সাড়া দওেয়া মুস্তাহাব। তবে নমিন্ত্রণে সাড়া দওেয়ার ক্ষত্রেে কছিু শর্ত রয়ছে। সগেুলো বস্তিারতি জানতে দখেুন (22006) নং প্রশ্নরে উত্তর।

৫- আর হাঁচরি জবাব দওেয়ার হুকুম প্রসঙ্গে মতভদে রয়ছে।

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহয়িয়াহ (৪/২২) গ্রন্থে রয়ছে:

‘শাফয়েীদরে মতে হাঁচরি জবাব দওেয়া সুন্নহ। হাম্বলীদরে এক মতে এবং হানাফীদরে মতে এটি ওয়াজবি। মালকেীদরে মতে এবং হাম্বলীদরে মাযহাবরে মতে: হাঁচরি জবাব দওেয়া ওয়াজবি-কফিায়াহ। আল-বায়ান গ্রন্থ থকেে উদ্ধৃত করা হয়ছে যে: প্রসদ্ধি মতানুসারে এটি ফরযে-আইন। কারণ হাদীসে আছ: যে মুসলমিই এটি (হাঁচরি পরে আলহামদুলল্লিাহ) শুনতে পাবে তার জন্য ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলা 'হক্ক' তথা আবশ্যকীয়।’[সমাপ্ত]

শক্তশিালী মত হলো: কউে যদি হাঁচদিাতাকে আলহামদুলল্লিাহ পড়তে শুনে তার জন্য হাঁচরি জবাব দওেয়া ওয়াজবি। কারণ বুখারী (৬২২৩) বর্ণনা করনে: আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করনে, আর হাই তোলা অপছন্দ করনে। কউে যদি হাঁচি দয়িে ‘আলহামদুলল্লিাহ’ বলে তাহলে এটি শুনতে পয়েছে এমন প্রত্যকে মুসলমিরে জন্য হাঁচরি জবাব দওেয়া 'হক্ক' তথা আবশ্যকীয়।”

ইবনুল কাইয়মি রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘ইতঃপূর্বে আবু হুরাইরার হাদীস উল্লখে করা হয়ছে যাতে রয়ছে: “তোমাদরে কউে যদি হাঁচি দয়ে এবং আল্লাহর প্রশংসা করে তাহলে তা শুনতে পয়েছে এমন প্রত্যকে মুসলমিরে জন্য ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা 'হক্ক' তথা আবশ্যকীয়।”

তরিমযিী আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি হাদীসরে পরচ্ছিদেরে শরিোনাম দনে এভাবে: ‘হাঁচদিাতার আলহামদুলল্লিাহ বলার জবাব প্রদানরে আবশ্যকতা প্রসঙ্গে যা বর্ণতি হয়ছে সে সংক্রান্ত পরচ্ছিদে’। এই নামকরণ প্রমাণ করে যে হাঁচরি জবাব দয়ো তার কাছে ওয়াজবি। এটাই সঠকি অভমিত। কারণ আবশ্যকতার পক্ষে সুস্পষ্ট হাদীসসমূহ রয়ছে, যগেুলোর বপিরীতে কোন হাদসি নইে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এ বষিয়ক হাদসিগুলোর মধ্যে রয়ছে: আবু হুরাইরার হাদীস, যা ইতঃপূর্বে উল্লখে করা হয়ছে।

এছাড়াও তাঁর থকেে বর্ণতি আরকেটি হাদীস রয়ছে: "এক মুসলমিরে উপর অপর মুসলমিরে পাঁচটি হক ওয়াজবি।" সগেুলো ইতঃপূর্বে উল্লখে করা হয়ছে।

আরো রয়ছে সালমে ইবনে উবাইদরে হাদীস, যখোনে আছ: 'তার কাছে যে থাকবে সে যনে বল: ইয়ারহামুকাল্লাহ'।

আরো রয়ছে: তরিমযিী কর্তৃক সংকলতি আলী (রাঃ)-এর বর্ণতি হাদীস, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "এক মুসলমিরে উপর অন্য মুসলমিরে ছয়টি সদ্ব্যবহাররে বষিয় আছ: (১) তার সাথে দখো হলে তাকে সালাম করব, (২) নমিন্ত্রণ করলে তাতে সাড়া দবি, (৩) সে হাঁচি দলিে উত্তর দবি (তার আলহামদুলিল্লিাহর উত্তরে বলবে ইয়ারহামুকাল্লাহ), (৪) সে রোগাক্রান্ত হলে তাকে দখেতে যাব, (৫) সে মারা গলেে তার লাশরে অনুসরণ করবে এবং (৬) নজিরে জন্য যা ভালোবাসে তার জন্যওে সটোকে ভালোবাসব।" তরিমযিী বলনে: হাদীসটি হাসান। একাধকি সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে হাদসিটি বর্ণতি হয়ছে। কউে কউে এ হাদসিরে এক বর্ণনাকারী আল-হারসে আল-আ'ওয়ার এর সমালোচনা করছেনে। এ বষিয়ে আবু হুরাইরা (রাঃ), আবু আইয়ুব (রাঃ), আল-বারা (রাঃ) এবং আবু মাসউদ (রাঃ) থকেওে হাদীস বর্ণতি হয়ছে।

আরো রয়ছে: তরিমযিী কর্তৃক সংকলতি আবু আইয়ুব (রাঃ) এর বর্ণতি হাদীস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "তোমাদরে কউে যখন হাঁচি দবিে তখন সে যনে বল: আলহামদুলিল্লিাহ। এর সাথে যনে বল: 'আলা কুল্লি হাল'। যে ব্যক্তি তার জবাব দবিে সে যনে বল: 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। আবার হাঁচদিাতা যনে বল: 'ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলহিু বালাকুম'।"

এ হাদসিগুলোর মধ্যে হাঁচরি জবাব দয়ো ওয়াজবি হওয়ার পক্ষে চার ধরনরে প্রমাণ রয়ছে: এক: হাঁচরি জবাব দওেয়ার আবশ্যকতা দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট শব্দে তথা 'ওয়াজবি' শব্দ ব্যবহার করে উল্লখে করা; যা কোনো ধরনরে ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। দুই: 'হক' শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যমে আবশ্যক করা। তনি: على অব্যয়টরি প্রত্যক্ষ অর্থ 'ওয়াজবি' আরোপ করা। চার: নর্দিশে প্রদান। এই ধরনগুলো ছাড়া অন্যভাবওে বহু ওয়াজবি সাব্যস্ত করা হয়ছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।'[সমাপ্ত][হাশয়িাতু ইবনুল কাইয়্যমি 'আলা সুনানি আবি দাউদ (১৩/২৫৯)]

তনিি আরো বলনে: 'প্রথম হাদীসটরি প্রত্যক্ষ মর্ম: যে ব্যক্তইি হাঁচদিাতাকে 'আলহামদু লল্লিাহ' বলতে শুনবে তার জন্য এর জবাব দওেয়া ফরয-আইন (ব্যক্তকি ফরয)। তাই সবার পক্ষ থকেে একজনে হাঁচরি জবাব দওেয়া যথষ্টে হবে না। এটি আলমেদরে দুটো অভমিতরে একটি। মালকেী আলমে আবু যাইদ ও আবু বকর ইবনুল আরাবী এটি বাছাই করছেনে। এই মতকে প্রতহিতকারী কছিু নইে।'[সমাপ্ত][যাদুল মা'আদ (২/৪৩৭)]

৬- তার কাছে উপদশে চাইলে সে উপদশে দবি। উপদশে দয়োর হুকুমরে ক্ষত্রেে শক্তশিালী মত হলো এটি ওয়াজবিে কফিায়াহ।

ইবনু মুফলহি রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘ইমাম আহমদ ও তাঁর সাথীদরে কথার প্রত্যক্ষ মর্ম হলো: কোন মুসলমিকে সু-পরামর্শ দওেয়া আবশ্যক, যদওি সে নজিরে থকেে পরামর্শ না চায়; যমেনটি হাদীসরে প্রত্যক্ষ মর্ম থকেে বোধগম্য ...’
[সমাপ্ত][ইবনু মুফলহি রচতি ‘আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ’ (১/৩০৭)]

মোল্লা আলী ক্বারী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ। ‘অর্থাৎ সে যদি তোমার কাছে উপদশে চায় তাহলে তুমি উপদশে দবিে। তথা আবশ্যকীয় বশ্বিাস করে দবিে। অনুরূপভাবে সে উপদশে না চাইলওে তাকে উপদশে দওেয়া আবশ্যক।’[সমাপ্ত][মরিক্বাতুল মাফাতীহ (৫/২১৩)]

হাফযি ইবনে হাজার রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘এর মাধ্যমে প্রমাণতি হয়ছেে যে এখানে 'হক' দ্বারা উদ্দশ্যে হলো ওয়াজবি হওয়া। এটি ইবনু বাত্তালরে বক্তব্যরে বপিরীত, যনিি বলছেনে সম্মান ও সাহচর্যরে অধকিার। প্রত্যক্ষ অর্থ হলো: এখানে 'হক' দ্বারা ওয়াজবি-কফিায়াহ উদ্দশ্যে।’[সমাপ্ত][ফাতহুল বারী (৩/১১৩)]

আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।